ইমাম আবু জাফর তহাবি (৩২১ হি.) রচিত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার নির্ভরযোগ্য ও জগদ্বিখ্যাত সূত্রগ্রন্থ

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশ ও ইসলামী আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

ইমাম আবু জাফর তহাবি (৩২১ হি.) রচিত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার নির্ভরযোগ্য ও জগদ্বিখ্যাত সূত্রগ্রন্থ

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ

(সালাফ ও খালাফের ব্যাখ্যার আলোকে)

মীযান হারুন

(দাওরা হাদিস) জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, বনানী, ঢাকা

(আরবি ভাষা ও সাহিত্য) জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলুম ঢাকা (আকবর কমপ্লেক্স)

(অনার্স, মাস্টার্স) আকিদা ও সমকালীন মতবাদ

কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ

গ্রন্থনা	: মীযান হারুন
ভাষা ও বানানরীতি	: রাহনুমা সম্পাদনা পর্ষদ
প্রথম প্রকাশ	: অক্টোবর, ২০২২
প্রচ্ছদ	: আবুল ফাতাহ মুন্না
মুদ্রণ	: জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স, প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০।
পরিবেশক	: **রাহনুমা প্রকাশনী**, ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। শোরুম ২ : কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ	: ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১৪০০/- (এক হাজার চারশ টাকা মাত্র)

AKIDAH TAHABIYAH
by: Mizan Harun. Published by: Rahnuma Prokashoni, Dhaka.
Price: Tk. 1400.00, US $ 15.00 only.

ISBN 978-984-93987-2-4
www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঈমান একজন মুমিনের ইহকাল ও পরকালের মূল পুঁজি। আকিদা একজন মুসলিমের জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ থাকার পরে দৈনন্দিন আমল কিংবা আচার-আচরণে সামান্য ভুল-ত্রুটি ইসলামে মার্জনীয়, তাওবার মাধ্যমে ক্ষমাযোগ্য। বিপরীতে ঈমান বিশুদ্ধ না হলে, তাওহিদ নির্ভুল ও স্বচ্ছ না হলে বাকি সবকিছু অর্থহীন। ফলে ঈমান দেহের আত্মাস্বরূপ। আকিদা সুরম্য প্রাসাদের ভিত্তিস্বরূপ। এগুলো বিশুদ্ধ না হলে সকল ভালো কাজ, ভালো আচরণ, নৈতিকতা ও মানবিকতা, সুশিক্ষা ও সুসংস্কৃতি, উত্তম চরিত্র-মাধুর্য সব অর্থহীন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا অর্থ: 'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব'। [ফুরকান: ২৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম ঈমানের কথা এনেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল—এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া। নামাজ কায়েম করা। জাকাত আদায় করা। হজ করা। রমজানের রোজা রাখা'।[১] এখানে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মাঝে তাওহিদ ও রিসালাতের ওপর ঈমানকে প্রথমে রাখা হয়েছে। ফলে এটার অস্তিত্ব না থাকলে বাকিগুলোর ওপর ইসলাম দাঁড়াতে পারবে না।

বাংলাদেশে ইসলামের নানান শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার বিস্তৃত সুযোগ থাকলেও আকিদার ক্ষেত্রে একাডেমিক পড়াশোনার পরিসর খুবই সীমিত। এই উপলব্ধি থেকেই বিদেশে আকিদা নিয়ে উচ্চতর পড়ালেখার পরিকল্পনা

১. সহিহ বুখারি (কিতাবুল ঈমান: ৮)। সহিহ মুসলিম (কিতাবুল ঈমান: ১৬)

করি। একাডেমিক পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত নিরবচ্ছিন্ন ও নির্মোহ অধ্যয়ন অব্যাহত রাখি। এক পর্যায়ে মনে হয়, বাংলা ভাষায় আকিদাকেন্দ্রিক কাজের পরিমাণ অন্যান্য ভাষা বিশেষত আরবির তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। উপরন্তু কুরআন-সুন্নাহ-ভিত্তিক, গভীর গবেষণা-নির্ভর, নিষ্ঠা ও ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত, গোষ্ঠী ও দলীয় প্রভাবমুক্ত, আহলুস সুন্নাহর নানান শাখাগত মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থেকে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য নিবেদিত আকিদার বইয়ের সংখ্যা বাংলায় হাতেগোনা কয়েকটি কিংবা নেই বললেই চলে। যুগপৎ হতাশার এই দীর্ঘশ্বাস এবং বঞ্চনার করুণ অনুভূতি থেকেই হাতে কলম তুলে নিই। বাংলাতে আহলুস সুন্নাহর বিশুদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ আকিদার কিছু কাজ করার পরিকল্পনা করি, যা বিভ্রান্তির অন্ধকারের মাঝে আলোর প্রদীপ হয়ে পথ দেখাবে, মতাদর্শিক আকিদা চর্চার সংকীর্ণ খাঁচার বাইরে ভারসাম্য ও ঐক্যের পাঞ্জেরি হয়ে আকাশে উড়বে। এই মোবারক উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রথমে বেছে নিই আকিদার মোবারক গ্রন্থ আহলুস সুন্নাহর ইমাম আবু জাফর ত্বহাবি (র.) রচিত *আত-ত্বহাবিয়্যাহ*কে।

আজ থেকে প্রায় ১১শ বছর আগে লেখা প্রাচীন এই গ্রন্থটি যুগে যুগে কত মানুষ ব্যাখ্যা করেছেন, কতভাবে এর পেছনে সময় ও শ্রম দিয়েছেন, কতরূপে এটাকে ছাপিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন, পড়িয়েছেন ও পড়েছেন—আজ সেটার সঠিক হিসাব পাওয়া অসম্ভব। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে যে ক'টি মূল্যবান গ্রন্থ গোটা উম্মাহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, যুগে যুগে তাদের কাছে গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে থেকেছে, ইমাম তহাবির আকিদা সেসব অমর গ্রন্থের প্রথম সারিতে।

এই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও কবুলিয়্যাতের পেছনে অনেকগুলো রহস্য রয়েছে, যা আমরা মূল গ্রন্থের ভেতরে আলোচনা করেছি। এখানে যেটুকু বলা উদ্দেশ্য, সেটুকু হলো, ইমাম তহাবির গভীর দূরদর্শিতা, বিস্তৃত দৃষ্টি, প্রশস্ত হৃদয়, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা ও উম্মাহর প্রতি পরম মমতা গ্রন্থটির কবুলিয়্যাতের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে আজও পৃথিবীর নানান মতাদর্শ, নানান মাসলাক-মাশরাবের সংখ্যাগুরু মুসলমান তাদের অভ্যন্তরীণ নানা বিবাদ ও বিভেদ সত্ত্বেও ইমাম তহাবির ভালোবাসা

এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে একমত। এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যারা ইমাম তহাবির সঙ্গে শত্রুতা রাখে, তাকে অন্যায্যভাবে আক্রমণ করে, তার নামে মন্দ প্রচার করে। এর কারণ ইমাম তহাবির উম্মাহমুখী ব্যক্তিত্ব, আকিদার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর পরিবর্তে গোটা উম্মাহর জন্য কাজ করা। সমগ্র আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করা।

প্রশ্ন হতে পারে, *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* ওপর যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় অগণিত-অসংখ্য ব্যাখ্যা রচিত হবার পরেও নতুন করে ব্যাখ্যা রচনার কী প্রয়োজন ছিল? বিদ্যমান ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোই কি উম্মাহর জন্য যথেষ্ট ছিল না? নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের যুৎসই উত্তর দেয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি উত্তর হল, ইমাম তহাবির উম্মাহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর পরিবর্তে গোটা আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব এবং *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* সর্বজনীনতাই এর বড় জটিলতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমাম তহাবি যে আকিদা লিখেছেন সমগ্র আহলুস সুন্নাহর জন্য, ত্বহাবির সে আকিদার ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য। ইমাম তহাবি যে আকিদার মাধ্যমে গোটা আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাকে সেই আকিদার ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। কখনো তাকে জোর করে পক্ষের লোক দাবি করা হয়েছে, আবার কখনো দূরে ঠেলে দিয়ে বিপরীত শিবিরে দেখানো হয়েছে। এভাবে ইমাম তহাবি কারুরই থাকেননি। এভাবে *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* মতো একটি গ্রন্থের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে মোটেই অবশিষ্ট থাকেনি। এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ত্বহাবি অসংখ্য ত্বহাবিতে পরিণত হয়েছেন। নানান রূপ ও বর্ণের ত্বহাবি হিসেবে উম্মাহর মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন। ত্বহাবির আকিদাগ্রন্থ এর সর্বজনীনতা ও উম্মাহমুখী স্বকীয়তা হারিয়ে আকিদার একটি জটিল-কুটিল, একটি রহস্যপূর্ণ ও বিতর্কিত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

এই তিক্ত ও দুঃখজনক বাস্তবতা আমাদেরকে *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ* নিয়ে কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের ওপর এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার কাজ অনিবার্য করে দিয়েছে, যা হবে ইমাম তহাবি ও তাঁর আকিদাগ্রন্থের প্রতি এক অমূল্য সংযোজন। একদিকে যা হবে ইমাম তহাবির উম্মাহমুখী ব্যক্তিত্বের নির্ভুল চিত্রায়ণ, অপরদিকে যা হবে তার আকিদার

বিশ্বস্ত ভাষ্য। যে গ্রন্থে ইমাম তহাবির আকিদাগুলো ঠিক সেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে, যেভাবে তিনি নিজে বিশ্বাস ও চর্চা করতেন। যেমনটা তিনি তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিতেন। সর্বোপরি যা তিনি তাকর *আকীদাহ* গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন।

এই মোবারক ও কল্যাণকর সুচিন্তা থেকেই আমরা *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* ব্যাখ্যার কাজ শুরু করি। কাজের উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে আমরা *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* মাসআলাগুলো যুগে যুগে লেখা নানান গোষ্ঠী ও মাজহাব-মাসলাকের আলেমদের ব্যাখ্যার আলোকে বোঝার চেষ্টা করি। *ত্বহাবিয়্যাহর* সাধারণ মাসআলাগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘরানার আলেমদের ব্যাখ্যাগুলো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করি, তুলে ধরি। উপরন্তু যেসব জায়গায় তাদের নিজেদের মাঝে বৈসাদৃশ্য, মতপার্থক্য কিংবা বিরোধ বিদ্যমান, যেখানে বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে গোষ্ঠীগত প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট, সেখানে ইমাম তহাবি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের বক্তব্যের আলোকে সেটা বোঝার চেষ্টা করি। পরবর্তী আলেমদের ব্যাখ্যার পরিবর্তে সালাফে সালেহিনের সম্মিলিত কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের আলোকে ব্যাখ্যা করি।

এসব কারণে আমরা প্রত্যাশা করি, গত হাজার বছরে *আকীদা ত্বহাবিয়্যাহর* ওপর যতগুলো ভাষ্যগ্রন্থ লেখা হয়েছে, ইলমের প্রতি নিষ্ঠা, নির্মোহ গবেষণা, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা গ্রহণ, ইমাম তহাবির আকিদার বিশ্বস্ত চিত্রায়ণ, বিশেষ কোনো দল কিংবা সম্প্রদায়ের পরিবর্তে গোটা আহলুস সুন্নাহর মুখপাত্রের ভূমিকা পালন—এসব মানদণ্ডে আমাদের ভাষ্যগ্রন্থ সামনের সারিতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। কিংবা না থাকুক, তবে আমরা চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং যারা আহলুল বিদআহর বিপরীতে আহলুস সুন্নাহর আকিদা শিখতে চান, আহলুস সুন্নাহর অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলাগুলোতে নির্মোহ সমাধান ও প্রকৃত অর্থেই অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত জানতে চান, সর্বোপরি *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* ব্যাখ্যায় ইমাম তহাবির আকিদার বিশ্বস্ত চিত্ররূপ দেখতে চান, তাদের জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অমূল্য পাথেয় হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বহু দিন আগেই। কিন্তু করোনার প্রকোপসহ নানা কারণে প্রকাশনা কাজ পিছিয়ে গিয়েছে। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ যে, শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে প্রতীক্ষিত সময় এসেছে। গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। এজন্য রাহনুমা প্রকাশনীর কর্ণধার দেওয়ান মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম (তুষার ভাই), রাহনুমার প্রিয় নেসারুদ্দীন রুম্মান ভাইয়ের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। বিশেষত রুম্মান ভাইয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সমন্বয় ছাড়া এটি সম্ভব ছিল না। গ্রন্থটি প্রথমে মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে আসার কথা থাকলেও নানা কারণে সম্ভব হয়নি। তবে আসলাফের স্বত্বাধিকারী প্রিয় আব্দুর রহমান মুআজ ভাই-ই রাহনুমা থেকে বইটি আনার জোর পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রতি আমি ঋণী। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন।

আমরা বইটি সুন্দর ও নির্ভুল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ছাড়া আর কোনো কিছু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সেই মূলনীতিতে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও কিছু ভুল-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। বিজ্ঞ পাঠক সেগুলো আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা সংশোধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে যদি এমন কোনো বিষয় চোখে পড়ে, যেটা কোনো বিশেষ মতাদর্শিক দৃষ্টিতে ভুল মনে হয় অথচ অন্যদের কাছে ঠিকই সঠিক, সেগুলো পাঠক গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কোনো বক্তব্য বা প্রতিশ্রুতি নেই। বরং উক্ত বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখে আমরা বিভিন্ন মাসলাকের একাধিক দেশবরেণ্য আলেম ও মুহাক্কিকের কাছে বইয়ের পাণ্ডুলিপি পেশ করেছিলাম, তাদের মন্তব্য কিংবা পর্যবেক্ষণের জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করেছিলাম, গ্রন্থটি প্রকাশে বিলম্ব হবার ক্ষেত্রে যা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোনো পর্যবেক্ষণ না পাওয়াতে বিদ্যমান রূপেই আমরা বইটি পাঠকের কাছে পেশ করছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ইমাম তহাবির আকিদা পেশ করা; আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কোনো শাখাগোষ্ঠীর আকিদা পেশ করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে পাঠক সেভাবেই গ্রন্থটিকে মূল্যায়ন করবেন বলে আমরা আশাবাদী।

এখন রাত ঠিক তিনটা। এই লাইনগুলো যখন লিখছি, তখন আমি পবিত্র রওজাতে। আমার বাম পাশে এই কয়েক হাত দূরেই শুয়ে আছেন দোজাহানের বাদশাহ সাইয়েদুল মুরসালিন। হে আল্লাহ, আপনার পবিত্র নাম ও গুণাবলির উসিলায়, আপনার হাবিবের মহব্বত ও ইত্তিবার উসিলায় আপনি এই গ্রন্থটি কবুল করুন। আমার ভুলগুলো ক্ষমা করুন। উম্মাহর জন্য গ্রন্থটি উপকারী করুন। আপনি তাওফিকদাতা।

মীযান হারুন
রিয়াজুল জান্নাহ, মদিনা মুনাওয়ারা
১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৩ হি.

নিবেদন...

প্রাণপ্রিয় শাইখ মুহাক্কিকুল আসর

মাওলানা আব্দুল মালেক (হাফিজাহুল্লাহ)

আমার মুহসিন মুরব্বি শাইখুল হাদিস

মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন (হাফিজাহুল্লাহ)

বরেণ্য দাঈয়ে ইসলাম শাইখ

ডাক্তার জাকির নায়েক (হাফিজাহুল্লাহ)

আমার আম্মার আত্মীয় শাইখ

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ)

উম্মাহর এই চার মহান মনীষীর প্রতি গ্রন্থের পুণ্য ইহদা করছি।

আল্লাহ তাআলা প্রথম তিনজনের ছায়া আমাদের

ওপর দীর্ঘায়িত করুন।

চতুর্থজনকে জান্নাতুল ফিরদাউসে আপন সান্নিধ্যে স্থান দিন।

সূচিপত্র

ইমাম তহাবি ও 'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থ ২৭

সিরাতে মুস্তাকিম....................২৭

বিচ্যুতির সূচনা ও বিচ্যুত সম্প্রদায়:....................২৮

বিচ্যুতির কারণ....................২৯

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত....................৩৩

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংক্ষিপ্ত আকিদা....................৩৫

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি বর্জন....................৪০

ইমাম আবু জাফর তহাবি....................৪২

'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থ....................৪৪

আকিদা ও আহলে সুন্নাতের পরিচয়....................৪৯

আকিদার পরিচয়....................৪৯

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়....................৫১

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ....................৫২

তাওহিদ ও শিরক....................৫৮

তাওহিদের পরিচয়....................৫৮

তাওহিদের প্রকারভেদ....................৫৯

আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই....................৬৬

মারিফাহ ও শাহাদাহ....................৬৮

শিরকের পরিচয় ও উৎপত্তি....................৭২

শিরকের ভয়াবহতা ও প্রকারভেদ....................৭৪

শিরকের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা বর্জন....................৭৬

আল্লাহর পরিচয়....................৭৮

আল্লাহর মতো কিছু নেই....................৭৮

কোনোকিছু আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না....................৭৯

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই....................৮০

আল্লাহ 'কাদিম' ও 'দায়িম'....................৮৩

আল্লাহর জন্য 'খোদা' বা 'গড' শব্দের ব্যবহার....................৮৬

আল্লাহর কোনো ক্ষয় নেই, লয় নেই....................৮৮

আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না....................৮৯

একটি সন্দেহের অপনোদন..৯১
আল্লাহ সম্যক উপলব্ধির ঊর্ধ্বে..৯৪
সৃষ্টির কোনোকিছুই আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না..৯৫
আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান রক্ষাকর্তা...৯৭
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী সৃষ্টিকর্তা, ক্লান্তিহীন রিজিকদাতা.....................................১০১
আল্লাহ নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী, বিনাক্লেশে পুনরুত্থানকারী ১০২
একটি প্রশ্ন ও উত্তর ১০৪
আরেকটি সন্দেহের অপনোদন..১০৬
আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি দুটোই 'কাদিম'...১০৮
আরেকটি প্রশ্ন ও উত্তর..১১১
আল্লাহ শাশ্বত সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও পুনরুত্থানকারী ১১৩
আল্লাহ সর্বশক্তিমান..১১৪
সবকিছু আল্লাহর মুখাপেক্ষী..১১৬
সবকিছু আল্লাহর জন্য সহজ ১১৬
আল্লাহর কিছু প্রয়োজন নেই...১১৭
তাকদির (সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন) ১১৮
আল্লাহ নিজ পূর্ণজ্ঞানে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন..১১৮
আল্লাহ সবকিছু সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছেন ১২০
সবার জীবৎকাল সুনির্দিষ্ট করেছেন...১২১
একটি সন্দেহের অপনোদন...১২৩
তাকদির বদলায় কি?...১২৩
একটি প্রশ্ন ও উত্তর ১২৪
সৃষ্টির আগেই তিনি সবার কর্ম সম্পর্কে জানতেন...১২৬
মানুষের সৃষ্টি ইবাদতের জন্য..১২৭
আল্লাহর ইচ্ছা চূড়ান্ত। সৃষ্টির ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে..............................১২৯
আরেকটি সন্দেহের অপনোদন...১৩১
হিদায়াত ও গোমরাহির মালিক আল্লাহ ১৩৮
সংশয় নিরসন..১৪০
আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী-সমকক্ষ নেই..১৪২
তাঁর নির্দেশের ব্যত্যয় নেই ১৪৩
তাকদিরের ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে..১৪৩

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত আকিদা ১৪৫
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল ১৪৫
দাসত্বের মহিমা ১৪৬
নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য ১৪৯
নবি-রাসুলদের চেনার পদ্ধতি ১৫১
খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি ১৫৩
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তাকিদের ইমাম ১৫৬
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসুলদের নেতা ১৫৬
সংশয় নিরসন ১৫৭
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বজগতের পালনকর্তার পরম বন্ধু ১৫৯
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবি ১৬০
নুর-নবি নন, নুর নিয়ে এসেছেন ১৬৪
কুরআন-সম্পর্কিত আকিদা ১৬৯
কুরআন আল্লাহর কালাম ১৬৯
কুরআন নিয়ে বিতর্ক ১৭০
কুরআন মানুষের কথা নয়; মানুষের কথার সদৃশও নয় ১৭৩
কুরআনকে মাখলুক বললে কী সমস্যা? ১৭৫
আল্লাহর দিদার-সম্পর্কিত আকিদা ১৭৯
পরকালে আল্লাহর দিদার ১৭৯
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মিরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছেন? ১৮৩
আল্লাহকে কি স্বপ্নে দেখা সম্ভব? ১৮৫
একটি প্রশ্ন ও উত্তর ১৮৬
আল্লাহর দিদার বিষয়ে আমাদের করণীয় ১৮৮
ইসলামের সার কথা আত্মসমর্পণ ১৯৩
ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা ১৯৬
অপব্যাখ্যা বর্জন আবশ্যক ২০১
আল্লাহর সিফাতগুলো বোঝার মূলনীতি ২০৪
সালাফের তাফবিজ (تَفْوِيْضٌ) ২০৫
সালাফের ইসবাত: (ইসবাতুল মা'না ওয়া তাফবিজুল কাইফিয়্যাহ) ২০৯
সালাফের তাবিল ২১৪
খালাফের মতাদর্শ ২১৮

দুই তাফবিজের চূড়ান্ত নতিজা কী? ২৩০
অধমের কথা ২৩৫
একটি নিবেদন ২৩৯
আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সবকিছুর ঊর্ধ্বে ২৪৪
'দিক' ও 'সীমা' সাব্যস্তকারীদের মানহাজের পর্যালোচনা ২৪৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সম্পর্কিত আরও কিছু আকিদা ২৫১
ইসরা ও মিরাজ ২৫১
ঘটনা-প্রবাহ ২৫২
একটি প্রশ্ন ও উত্তর ২৫৪
হাউজে কাওসার ২৫৮
হাউজের নাম ২৬০
শাফায়াতের পরিচয় ও প্রকারভেদ ২৬২
কিয়ামতে রাসুলুল্লাহর শাফায়াত ২৬৪
গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফায়াত ২৬৬
রাসুলের শাফায়াত কীভাবে পাওয়া যাবে? ২৬৭
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ২৬৯
এক. কারও উসিলা দিয়ে দোয়া করা (তাওয়াসসুল) ২৬৯
দুই. রাসুলের কাছে শাফায়াত (ইস্তিশফা)/সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিগাসা) ২৭৬
দলিলের পর্যালোচনা ২৮৫
অধমের পর্যবেক্ষণ ২৯০
সন্দেহের অপনোদন ২৯৭
শেষ কথা ২৯৯
তিন. নবি-রাসুল ও ওলিদের বরকতগ্রহণ (তাবাররুক) ৩০২
তাবাররুক নাকচকারীদের মত ৩০৩
তাবাররুক রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয় ৩০৯
সালাফের তাবাররুক ৩০৯
মহব্বত ইবাদত নয় ৩১২
শেষ কথা ৩১৭
তাকদির বিষয়ে আরও কিছু আকিদা ৩১৯
রুহের জগতের অঙ্গীকার ৩১৯
একটি জরুরি কথা ৩২৪

আল্লাহর জানা কি আপনাকে বাধ্য করে? ৩২৪
সকল আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল ৩২৮
সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ৩৩০
তাকদির নিয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধান নিষিদ্ধ... ৩৩২
তাকদির নিয়ে প্রশ্ন করার বিধান ৩৩৭
কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও অদৃশ্যের জ্ঞান ৩৩৮
লাওহ ও কলম... ৩৪২
আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি... ৩৪৬
তাকদির লেখার ধারাক্রম... ৩৪৭
তাকদিরের লিখন খণ্ডন করা যায়? ৩৪৮
তাকদিরে বিশ্বাসের সুফল... ৩৪৯
তাকদির ঈমানের মৌলিক বিষয়... ৩৫১
একটু দৃষ্টি আকর্ষণ... ৩৫৩

আরশ ও কুরসি-সম্পর্কিত আকিদা ৩৫৪

আরশকে কেন্দ্র করে উম্মাহর সংঘাত... ৩৫৬
মতপার্থক্যের স্থান নির্ধারণ ৩৫৭
প্রথম দলের মত... ৩৫৯
সালাফের মাজহাব ৩৬৮
দ্বিতীয় দলের মতামত ৩৭১
ইমাম তহাবির বক্তব্যের ব্যাখ্যা... ৩৭৯
সিফাতের আলোচনা সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ... ৩৮১

ইবরাহিম ও মুসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা ৩৮৭

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলিল ৩৯০
মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী... ৩৯১

ফেরেশতাদের উপর ঈমান ৩৯৫

ফেরেশতাদের স্বরূপ... ৩৯৮
ফেরেশতাদের দায়িত্ব ৪০০
ফেরেশতার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ কুফর... ৪০২
ফেরেশতারা রোবট নন... ৪০৩
কে শ্রেষ্ঠ, মানুষ না ফেরেশতা? ৪০৬

নবি-রাসুলের উপর ঈমান ৪০৮

নবি ও রাসুলের পরিচয় ৪০৮
নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য ৪০৮
নবি-রাসুলের সংখ্যা ৪০৯
নবি-রাসুলের উপর ঈমান আনার অর্থ ৪১২
রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ কি নবি? ৪১৬
খিজির আলাইহিস সালাম কি জীবিত? ৪১৮
নবিদের উপর ঈমানের স্তরভেদ: ৪২১
নবিদের মিশন ৪২২
নবি-রাসুলগণ নিষ্পাপ (ইসমতে আম্বিয়া) ৪২৫
প্রথম দলের মত ৪২৬
দ্বিতীয় দলের মত ৪২৯
অধমের পর্যবেক্ষণ ৪৩১
আসমানি গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান ৪৩৩
আসমানি গ্রন্থ কতগুলো? ৪৩৪
আসমানি গ্রন্থসমূহে ঈমান আনার স্বরূপ ৪৩৮
বেদ ও ত্রিপিটক কি আসমানি কিতাব? ৪৩৯
অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়ার বিধান ৪৪১
ঈমান-কুফর-তাকফির ৪৪২
গুনাহগার মুসলিমের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা ৪৪২
বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা ৪৪৮
মুসলিম ও মুমিন ৪৪৯
দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ ৪৫০
কুরআন নিয়ে বিতর্ক বর্জন ৪৫২
কুরআনের সাত কিরাআত কি কুরআন নিয়ে বিতর্ক? ৪৫৪
তাকফিরের তিনটি মূলনীতি ৪৫৬
তাকফিরের ক্ষেত্রে সতর্কতা ৪৫৮
গুনাহ ঈমানকে ক্ষতি করে ৪৬০
মুমিনদের পারস্পরিক ঈমানি দায়িত্ব ৪৬২
কারও ব্যাপারে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না ৪৬৩
'জান্নাত-জাহান্নামের জন্য ইবাদত করি না' বলা: ৪৬৫
সামগ্রিকভাবে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দিতে হবে ৪৬৮

কাফের-মুশরিকদের ভালো কাজের বিনিময়? ৪৬৯
ঈমানের ছয় রুকনের শর্ত লঙ্ঘন কুফর ৪৭৪
কর্মগত কুফর ৪৭৮
মুরজিয়াদের সংশয় নিরসন..৪৮০
ঈমানের পরিচয় ৪৮৬
ঈমানের সংজ্ঞা ৪৮৯
আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতামত ৪৯০
খারেজি ও মুতাজিলাদের মত ৪৯১
কাররামিয়্যাহ ও জাহমিয়্যাহদের মত ৪৯২
ইমাম আবু হানিফা-আশআরি-মাতুরিদিদের মত..৪৯২
শাব্দিক মতপার্থক্য, বাস্তবিক নয় ৪৯৫
ইমাম আবু হানিফা কি মুরজিয়া? ৪৯৬
ঈমান কি বাড়ে-কমে? ৪৯৮
হাদিস অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সতর্কবাণী..৫০২
খবরে ওয়াহেদ হাদিস কি আকিদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য?..৫০৪
প্রথম দলের বক্তব্যের পর্যালোচনা..৫০৪
দ্বিতীয় দলের বক্তব্যের পর্যালোচনা..৫০৭
অধমের পর্যবেক্ষণ..৫১২
সকল মুমিন আল্লাহর ওলি ৫১৩
ঈমানের রুকন ছয়টি..৫১৫
নবি-রাসুলগণ মুসলিম জাতির গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন ৫১৬
কবিরা ও সগিরা গুনাহের পরিচয় ও বিধান..৫২২
পৃথিবীতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য..৫২৫
পরকালে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য ৫২৬
নামাজ পরিত্যাগকারী কি কাফের? ৫২৮
হিদায়াতের উপর অবিচল থাকার উপায়..৫৩০
সকল মুসলমানের পিছনে নামাজ আদায় ৫৩৩
সকল মুসলমানের উপর (জানাজা) নামাজ আদায়..৫৩৫
মুসলমানকে তাকফির করা নিষিদ্ধ..৫৩৭
মুসলমানের রক্ত সুরক্ষিত ৫৩৯
সুরক্ষা বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ..৫৪০

ইসলামে মুরতাদের বিধান ৫৪৩
মুরতাদকে কে শাস্তি দেবে? ৫৪৯
শাতিমে রাসুলের বিধান ৫৫২
শাতিমের শাস্তি কে বাস্তবায়ন করবে? ৫৫৪
শাতিমকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে? ৫৫৫
শাসক-সম্পর্কিত আকিদা ৫৫৯
শাসকের প্রতি কর্তব্য ও তাদের আনুগত্যের সীমারেখা ৫৫৯
জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষিদ্ধ ৫৬০
শাসকের সঙ্গে সালাফের কর্মপদ্ধতি ৫৬২
সংশয়ের অপনোদন ৫৬৪
সালাফ ও খালাফ ৫৬৮
কিছু বিবিধ আকিদা ৫৭৩
সুন্নাহ অনুসরণ, বিদআত বর্জন ৫৭৩
মুসলমানদের ঐক্যের আবশ্যকতা ৫৭৬
ঐক্য বিনির্মাণের কৌশল ৫৭৭
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও শত্রুতা ৫৭৯
'আল্লাহ ভালো জানেন' বলার অভ্যাস গড়ুন ৫৮৫
মোজার উপর মাসাহ আহলে সুন্নাতের নিদর্শন ৫৮৮
জিহাদ ও কিতাল ৫৯২
জিহাদ ইসলামের চূড়া ৫৯২
জিহাদের অর্থ ও প্রকারভেদ ৫৯৭
জিহাদের বিধান ৫৯৯
জিহাদের জন্য কি শাসক শর্ত? ৬০২
ইমাম তহাবির কথার ব্যাখ্যা ৬০৪
জিহাদ সবসময় চলমান থাকবে ৬০৬
পরকালের উপর ঈমান ৬০৭
কিরামান কাতিবিন ৬০৭
মৃত্যু ও মৃত্যুর ফেরেশতা ৬১০
মৃত্যুর স্বরূপ ৬১১
মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন ৬১৫
কবরের শাস্তি ও শান্তি ৬১৬

কবরের শাস্তি আত্মিক নাকি দৈহিক? ৬২১
হিসাবের আগে শাস্তি কেন? ৬২৪
পরকাল থাকার প্রয়োজনীয়তা ৬২৫
পরকালের ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস ৬২৯
পরকাল সকল নবি-রাসুলের দাওয়াত ৬৩২
পরকালের সফর-কবর থেকে জান্নাত পর্যন্ত ৬৩৮
জান্নাতের পরিচয় ৬৪৭
জান্নাতে কী আছে? ৬৫০
জান্নাতের হুর ৬৫৫
জান্নাতের গিলমান ৬৫৭
আল্লাহর দিদার ৬৫৯
জাহান্নামের পরিচয় ৬৬০
জাহান্নামের অবস্থান ৬৬০
জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা ৬৬২
জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা ৬৬৭
জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংসহীন ৬৭০
জান্নাত আল্লাহর অনুগ্রহ আর জাহান্নাম ইনসাফ ৬৭৪
তাকদির সম্পর্কে আরও কিছু জরুরি আলোচনা ৬৭৬
সামর্থ্যের প্রকারভেদ ৬৭৬
আল্লাহর সৃষ্টি বান্দার উপার্জন—তাকদির রহস্যের উদ্‌ঘাটন ৬৭৯
আল্লাহ মানুষকে সাধ্যের অতীত চাপিয়ে দেন না ৬৮১
আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনোকিছু হয় না ৬৮৫
দোয়া-সম্পর্কিত কিছু আকিদা ৬৮৮
মৃতের ইসালে সওয়াব ৬৮৮
দোয়া কবুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা ৬৯৪
দোয়া কেন কবুল হয় না? ৬৯৫
দোয়া কবুলের উপায় ৬৯৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য: মুমিনের কোনো দোয়া বৃথা যায় না ৭০০
মুসতাজাবুদ দাওয়াহ কে? ৭০২
সন্তুষ্টি ও ক্রোধ আল্লাহর দুটো সিফাত (গুণ) ৭০৪
সিফাত দুটোর তাবিল নিষিদ্ধ ৭০৭

সাহাবাবিষয়ক আকিদা ৭০৯
সাহাবাদের পরিচয়.. ৭০৯
সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব..৭১০
সাহাবাদের ভালোবাসা ঈমান..৭১৩
সাহাবাদের পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য..৭১৮
নারী সাহাবাদের মর্যাদার তারতম্য..৭২১
বিশেষ কোনো সাহাবির ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি না করা ৭২৩
সাহাবাবিদ্বেষ কুফর ও নিফাক..৭২৭
সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ কুফর কেন?.. ৭৩০
খুলাফায়ে রাশেদিনের শ্রেষ্ঠত্ব ৭৩৪
আবু বকর সিদ্দিক রাজি..৭৩৬
উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি.. ৭৩৭
উসমান ইবনে আফফান রাজি.. ৭৩৭
আলি ইবনে আবু তালিব রাজি..৭৩৮
খেলাফত: ইতিহাস না বাস্তবতা?..৭৩৯
খেলাফতের অপরিহার্যতা..৭৪০
আশারায়ে মুবাশশারার শ্রেষ্ঠত্ব..৭৪৪
তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাজি..৭৪৫
জুবাইর ইবনুল আউয়াম রাজি. ৭৪৫
সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজি..৭৪৬
সাইদ বিন জায়দ রাজি.. ৭৪৭
আবদুর রহমান বিন আউফ রাজি. ৭৪৭
আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাজি. ৭৪৮
সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি ৭৪৯
সাহাবাদের সমালোচনা নিষিদ্ধ..৭৫৩
একটি সংশয় নিরসন.. ৭৫৬
শিয়াদের সাহাবাবিদ্বেষ ৭৬০
শিয়াদের প্রকারভেদ..৭৬৫
আহলে বাইতকে ভালোবাসার মূলনীতি..৭৬৮
সালাফের আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার উদাহরণ.. ৭৬৯
আহলে সুন্নাত রাফেজি ও নাসেবিদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত ৭৭২

শেষ কথা ৭৮১
উলামা ও আউলিয়া-সম্পর্কিত আকিদা **৭৮৩**
আলিমদের ভালোবাসা আবশ্যক ৭৮৩
আলিমের পরিচয় ৭৮৬
উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কের জটিলতা ৭৮৭
নবিগণ ওলিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ৭৯৩
কারামাতুল আউলিয়া সত্য ৭৯৯
কিয়ামত-সম্পর্কিত আকিদা **৮০৬**
কিয়ামতের আলামত ৮০৬
মহাবিশ্ব কবে ধ্বংস হবে? ৮০৭
কিয়ামতের আলামতের প্রকারভেদ ৮০৯
কিয়ামতের ছোট আলামত ৮০৯
কিয়ামতের বড় আলামত ৮১৩
এক. মাহদির আগমন ৮১৩
দুই. দাজ্জালের আবির্ভাব ৮১৩
দাজ্জাল কি ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা? ৮১৪
দাজ্জাল কোথায়? ৮১৫
তিন. ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন ৮১৫
চার. ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব ৮১৭
পাঁচ. পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া ৮১৯
ছয়. দাব্বাতুল আরদ বের হওয়া ৮২০
সাত. প্রকাণ্ড ধোঁয়া নির্গত হওয়া ৮২১
আট. ভূমিধস হওয়া ৮২১
পৃথিবীর শেষ দিনগুলো ৮২১
কিয়ামতের আলামত-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দুটো মূলনীতি ৮২৪
গায়েব-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আকিদা **৮৩১**
গণক ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা নিষিদ্ধ ৮৩১
ইসলামের মানবিকতা ৮৩৩
ইসলামি ঐক্য: প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি **৮৩৭**
মুসলমানদের ঐক্য অপরিহার্য ৮৩৭
অনৈক্য ধ্বংসের কারণ ৮৪০

কালিমা ঐক্যের চাবিকাঠি ৮৪৩
ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন ৮৪৬
ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা ৮৪৯
উদারতার প্রকৃত অর্থ কী? ৮৫০
আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ৮৫৩
'ওয়ালা-বারা'র পরিচয় ও প্রকারভেদ ৮৫৪
কাফেরদের সঙ্গে বারা ৮৫৬
'ওয়ালা' এবং 'ইহসান'-এর মাঝে পার্থক্য আবশ্যক ৮৬১
ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে ওয়ালা-বারা ৮৬৩
শেষ কথা ৮৬৯
তথ্যসূত্র ৮৭০

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ

ইমাম তহাবি ও 'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থ

[ইসলামি আকিদার উপর একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা]

সিরাতে মুস্তাকিম: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সুরক্ষাপ্রাচীর, ঐক্যের প্রতীক। ফলে তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তথা সকল মুসলমান এক দেহ ও এক আত্মায় লীন ছিলেন। তাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ ছিল না। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। ফলে কোনো বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে আসমান থেকে সরাসরি ফয়সালা চলে আসত। সকল দ্বিমতের অবসান ঘটত। অতঃপর যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যান, তখনও সাহাবায়ে কেরাম তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীন, কুরআন ও সুন্নাহকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেন এবং সত্য ও সরল পথে অবিচল থাকেন। হ্যাঁ, রাসুলের চলে যাওয়ার পর থেকে তাদের মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। যেমন: তাঁর দাফন কোথায় হবে সেটা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়।[১] খেলাফতের প্রশ্নে সাহাবাদের মাঝে মতবিরোধ ঘটে।[২] রাসুলুল্লাহর মিরাস তথা উত্তরাধিকারের প্রশ্নে মতদ্বৈততা দেখা দেয়।[৩] জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে কি না, সেটা নিয়ে মতের অমিল দেখা যায়।[৪] আবু বকর রাজি. কর্তৃক উমর রাজি.-কে খলিফা নির্ধারণ করে গেলে কারও কারও পক্ষ থেকে দ্বিমত প্রকাশ পায়।[৫] বরং আলি রাজি.-এর যুগে এসে ইজতিহাদ-ঘটিত ভুলের কারণে সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।[৬]

---

১. জামে তিরমিজি (১০১৮); সুনানে ইবনে মাজা (১৬২৮)।

২. সহিহ বুখারি (৩৬৬৭); মুসনাদে আহমদ (৩৯৮)।

৩. বুখারি (৩০৯২); সহিহ মুসলিম (১৭৫৯); সুনানে আবু দাউদ (২৯৬৮)।

৪. বুখারি (৭২৮৪); মুসলিম (২০); তিরমিজি (২৬০৭)।

৫. বুখারি (৩৭০০); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৯১৭); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৬৫৭৬)।

৬. এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী দেখুন: ইবনে হিব্বান (৬৭৩৫); আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন, হাকেম (৫৭৪০); আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৭/২৮১); এই কিতাবের শেষাংশে বিস্তারিত দেখুন।

আকিদার কিছু বিষয় নিয়েও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন: মেরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন কি না, সেটা নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। আয়েশা রাজি. মনে করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেননি। তিনি বলতেন, যে দাবি করবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, তার দাবি ভুল।[১] বিপরীতে ইবনে আব্বাস রাজি. ও তাঁর শাগরিদরা মনে করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন।[২] একইভাবে জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় কি না, সেটা নিয়ে সামান্য মতভেদ হয়েছে। উমর ও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর মনে করতেন, জীবিতরা কাঁদলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়।[৩] কিন্তু আয়েশা রাজি. মনে করতেন, রাসুলুল্লাহর উদ্দেশ্য এটা নয়। কারণ, মৃতের জন্য আত্মীয়দের স্বাভাবিক কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না।[৪]

কিন্তু এসব মতপার্থক্যের সবগুলোই ছিল রাজনীতি, ফিকহ কিংবা আকিদার শাখাগত বিষয়ে মতভিন্নতা (ইখতিলাফ)। দ্বীন ও আকিদার মৌলিক বিষয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কোনো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি-হানাহানি (ইফতিরাক) ছিল না। আর প্রথমটি বৈধ, পরেরটি অবৈধ। প্রথমটি রহমত, পরেরটি গজব। ফলে সকল সাহাবা একটি এক ও অভিন্ন আকিদার উপর ছিলেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ

অর্থ: 'তোমাদের এই উম্মত এক উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব, তোমরা আমার ইবাদত করো।' [আম্বিয়া: ৯২]

বিচ্যুতির সূচনা ও বিচ্যুত সম্প্রদায়: এভাবেই সাহাবায়ে কেরামের প্রথম যুগ শেষ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, যাদের মাঝে অনেক রুগ্ন ও অসুস্থ হৃদয়ের মানুষ ছিল, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত ও হিদায়াত এবং সাহাবায়ে কেরামের মানহাজ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত ছিল। ফলে অনিবার্যভাবেই ভ্রান্তির সূচনা হয়। আকিদার অনেক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ তৈরি হয়। অগণিত গোমরাহ ফিরকার

১. বুখারি (৪৮৫৫); মুসনাদে আবু ইয়া'লা (৪৯০০)।
২. মুসতাদরাকে হাকেম (৩২৫৩); ফাতহুল বারি (৮/৬০৮)।
৩. বুখারি (১২৮৬, ১২৭৮); মুসলিম (৯২৯)।
৪. বুখারি (১২৮৮); মুসলিম (৯৩২)।

আত্মপ্রকাশ ঘটে, যারা ঈমান ও আকিদার বিভিন্ন বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ইসলামে বিভিন্ন আকিদাগত বিদআতের উদ্ভাবন ঘটায়। এভাবে তারা 'ফিরাকে বাতিলা' বা ভ্রান্ত সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভ্রান্ত ফিরকা হিসেবে খারেজি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর আসে রাফেজি-শিয়া সম্প্রদায়। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে প্রাদুর্ভাব ঘটে মুরজিয়া ও কাদারিয়্যাহ (মুতাজিলা), নামে আরও দুটো সম্প্রদায়ের। সাহাবাদের পরে তাবেয়িদের যুগে আবির্ভাব ঘটে জাহমিয়্যাহ (জাবরিয়্যাহ), মুআত্তিলাহ, মুশাববিহাহ, মুজাসসিমাহ নামে অসংখ্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের।[১] ইবনুল জাওজি লিখেন, 'ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মূল হলো ছয়টি: খারেজি, কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, রাফেজা ও জাবরিয়্যাহ'।[২]

বস্তুত এগুলো ছিল রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ভবিষ্যদ্বাণীর অনিবার্য বাস্তবায়ন, যাতে তিনি বলেছিলেন, 'ইহুদিরা একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। সবগুলো ফিরকা জাহান্নামে যাবে। কেবল একটি জান্নাতে যাবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল?' তিনি বললেন, **'যারা আমি ও আমার সাহাবাদের পথে থাকবে'**।[৩] অন্য হাদিসে তিনি বলেন, 'বনু ইসরাইলের যা হয়েছিল, আমার উম্মতের মাঝেও ঠিক তা-ই হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে আমার উম্মতেরও কেউ কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনু ইসরাইলরা বাহাত্তর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর সম্প্রদায়ে। এদের একটি মিল্লাত ছাড়া সবাই হবে জাহান্নামি।' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কারা?' তিনি বললেন, 'যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে'।[৪] সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের পথে না চললে বিচ্যুতি অনিবার্য।

বিচ্যুতির কারণ: প্রশ্ন হতে পারে, একই কুরআন ও সুন্নাহ, এক আল্লাহ, এক কিবলা ও এক রাসুলকে মানার পরেও মুসলিম উম্মাহ এতগুলো ভাগে কেন বিভক্ত হলো?

---

১. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (৫)।

২. তালবিসু ইবলিস, ইবনুল জাওজি (১৯)।

৩. তিরমিজি (২৬৪০); ইবনে মাজা (৩৯৯২); আবু দাউদ (৪৫৯৬)।

৪. তিরমিজি (২৬৪১); হাকেম (৪৪৩); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৪৬৪৬)।

সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া জটিল। তবে কিছু মৌলিক কারণে মুসলিম উম্মাহ শতধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এসব মৌলিক কারণগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো:

এক. প্রবৃত্তির অনুসরণ। যেসব ফিরকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, তাদের বিচ্যুতির অন্যতম কারণ ছিল প্রবৃত্তির অনুসরণ। ফলে কুরআন-সুন্নাহ তাদের বিচ্যুতি প্রতিহত করেনি। কারণ তারা কুরআন-সুন্নাহকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেনি; বরং বিচ্যুতির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা নিজেরা মনগড়া মতবাদ (বিদআত) বানিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে সেগুলোর মাঝে খাপ খাওয়াতে চেয়েছে, নিজেদের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়তে চায়নি। ফলে বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেন, 'অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায় বের হবে, প্রবৃত্তি তাদের সেভাবে তাড়িয়ে বেড়াবে যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়'।[১] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলে গিয়েছেন, 'তোমরা (দ্বীনের) অনুসরণ করো। বিদআত উদ্ভাবন করো না। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি'।[২] সুফিয়ান সাওরি রাহি. বলেছেন, 'শয়তানের কাছে গুনাহের চেয়ে বিদআত প্রিয়। কারণ, গুনাহগার ব্যক্তি তাওবা করে, কিন্তু বিদআতি তাওবা করে না'।[৩]

দুই. অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্ম ও মতবাদের অনুসরণ। ইসলামের বাইরে অন্যান্য ধর্ম যেমন ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্ম ও মতাদর্শের অনুসরণ বিভিন্ন ইসলামি ফিরকার আকিদাগত বিচ্যুতির অন্যতম কারণ ছিল। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দ্বীনকে বুঝতে না চেয়ে অন্যান্য ধর্মের আলোকে বুঝতে চেয়েছে। কাদারিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ, রাফেজি ও অনেক ভ্রান্ত সুফিবাদী তাদের ভ্রান্ত মূলনীতিগুলো অন্যান্য ধর্ম থেকে ধার করে ইসলামে ঢুকিয়েছে। ফলে পদস্খলন ঘটেছে। এটাও একটা হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে যান: 'আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! অতি শীঘ্রই তোমরা পূর্ববর্তী জাতিদের রীতিনীতি অনুসরণ করা শুরু করবে। পদে পদে তাদের অনুকরণ করবে। বরং তারা যদি 'দব্ব' (সান্ডাজাতীয় প্রাণী)-এর গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, (পূর্ববর্তী জাতি বলতে) তারা কি ইহুদি ও খ্রিষ্টান?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

১. আবু দাউদ (৪৫৯৭)।
২. আল-ইবানা, ইবনে বাত্তা (১/৩২৭)।
৩. হিলইয়াতুল আউলিয়া (৭/২৬); শুআবুল ঈমান, বাইহাকি (১২/৫৩)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা ছাড়া আর কারা?'[১] অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের পথে হাঁটা শুরু করবে; পায়ে পায়ে তাদের অনুসরণ করবে।' বলা হলো, 'রোমান ও পারস্যরা?' তিনি বললেন, 'তারা ছাড়া আর কারা?'[২] আজও মুসলিম উম্মাহর দিকে তাকালে রাসুলুল্লাহর হাদিসের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়।

তিন. সালাফে সালেহিন তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িদের মানহাজের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ না বোঝা। বরং কুরআন-সুন্নাহ বোঝার জন্য নিজেদের মনগড়া মূলনীতি উদ্ভাবন ও সেগুলোর অনুসরণ করা। এ কারণেই জাহমিয়্যাহ, মুতাজিলা-সহ অসংখ্য ফিরকা বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন, 'তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো'।[৩] অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক আলোকিত পথের উপর আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি, যেখানে রাত দিনের মতোই সুস্পষ্ট। আমার পরে কেবল দুর্ভাগারাই বিচ্যুত হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব, তোমরা তোমাদের কাছে আমার সুপরিচিত সুন্নাহ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবে'।[৪] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, 'তোমাদের ভিতর যে-কেউ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের অনুসরণ করে। কারণ, তারা এই উম্মতের সবচেয়ে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা গভীর জ্ঞানের অধিকারী। লৌকিকতা থেকে সবচেয়ে দূরে। সবচেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত। সর্বাপেক্ষা ভালো অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা সেই সম্প্রদায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবির সোহবতের জন্য যাদের মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে রেখো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কারণ, তারা সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল ছিলেন।[৫]

চার. জ্ঞানগত গরিমা ও বিতর্ক: বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ তৈরি হওয়া এবং আকিদার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম কারণ ছিল এমন সব বিষয়ে কথা বলতে

---

১. মুসলিম (২৬৬৯); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৭০৩); মুসনাদে আহমদ (৮৪০৫)।

২. বুখারি (৭৩১৯)।

৩. সুনানে আবু দাউদ (৩৯৯১); সুনানে তিরমিজি (২৬০০); সুনানে ইবনে মাজা (৪২)।

৪. সুনানে ইবনে মাজা (৪৩); মুসনাদে আহমদ (১৭৪১৬); হাকেম (৩৩০)

৫. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, ইবনে আবদুল বার (২/১৯৮)।

শুরু করা, সালাফ যে বিষয়ে কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করে গিয়েছেন। ইসলামে আল্লাহ, তাকদির-সহ ঈমানের জটিল ও নিগূঢ় (মুতাশাবিহাত) বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একটি হাদিস দ্বারাও মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের কাছে সঁপে দেওয়ার নির্দেশনা বোঝা যায়। আমর ইবনে শুআইব তাঁর বাবা তাঁর দাদা (আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিলেন। তারা রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার কাছেই বসা ছিলেন। একপর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তিম ছিল। তিনি তাদের প্রতি কিছু মাটি ছুড়ে বললেন, 'থামো! এভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো ধ্বংস হয়েছে। তারা নবিদের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। কিতাবের একটা আয়াতকে অপরটার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। কুরআনের এক আয়াত তো অন্য আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না। বরং এক আয়াত অন্য আয়াতকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা জানো সেটার উপর আমল করো। আর যা জানো না, তা যিনি জানেন তাঁর কাছে সঁপে দাও'।[১] আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের মাঝে বের হলেন। তখন আমরা তাকদির নিয়ে বিবাদ করছিলাম। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সেখানে ডালিম নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 'তোমাদের কি এটা করতে বলা হয়েছে? আমি কি এটা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন এটা নিয়ে তারা বিতর্ক শুরু করেছিল। তাই আমি তোমাদের কঠোরভাবে এ ব্যাপারে বিতর্ক করতে নিষেধ করে দিচ্ছি'।[২] আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি তিনটি বিষয় আমার উম্মতের ব্যাপারে ভয় করি—তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা, শাসকদের অত্যাচার এবং তাকদির অস্বীকার করা'।[৩] পরবর্তীকালে তা-ই ঘটেছে, যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। সাহাবাদের শেষ যুগেই তাকদির অস্বীকারকারী কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে!

উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি. বলেন, 'অতি শীঘ্রই এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের সঙ্গে কুরআনের বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ ও অস্পষ্ট বিষয়

---

১. মুসনাদে আহমদ (৬৮১৭); খালকু আফআলিল ইবাদ, বুখারি (৬৩)।

২. তিরমিজি (২১৩৩); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৬০৪৫); বাজ্জার (১০০৬৩); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (২৭৩৭)।

৩. মুসনাদে আহমদ (২১১৮৫); বাজ্জার (৪২৮৮); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭৪৬২)।